সত্যানন্দ দেবায়তন, যাদবপুর

শ্রীসত্যানন্দ বাণী

শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

শ্রীসত্যানন্দ মহাপীঠ
রামনগর-উত্তরভাগ, বারুইপুর

Sree Satyananda Vani

প্রকাশক ঃ স্বামী মৃগানন্দ
শ্রীসত্যানন্দ মহাপীঠ,
১, ইব্রাহিমপুর রোড, যাদবপুর,
কলকাতা—৭০০ ০৩২
ফোন ঃ ২৪১২-০৭৬৯, ৯৮৭৪৭১৫৬৫৯, ৯৩৩১০১৭২৬২

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ জন্মশতবর্ষ—২০০১
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ সত্যানন্দ মেলা—বারুইপুর—২০১২
তৃতীয় প্রকাশ ঃ সত্যানন্দ মেলা—বারুইপুর—২০১৩
চতুর্থ প্রকাশ ঃ সত্যানন্দ মেলা—বারুইপুর—২০১৪
পঞ্চম প্রকাশ ঃ অভেদানন্দ জন্মতিথি—২০১৭

অক্ষরবিন্যাস, প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণে
সিটি গ্রাফিক্স
18এ, ডাঃ ধীরেন সেন সরণী
কলকাতা-700006
ফোন ঃ 9330981277

প্রণামী— পাঁচ টাকা মাত্র
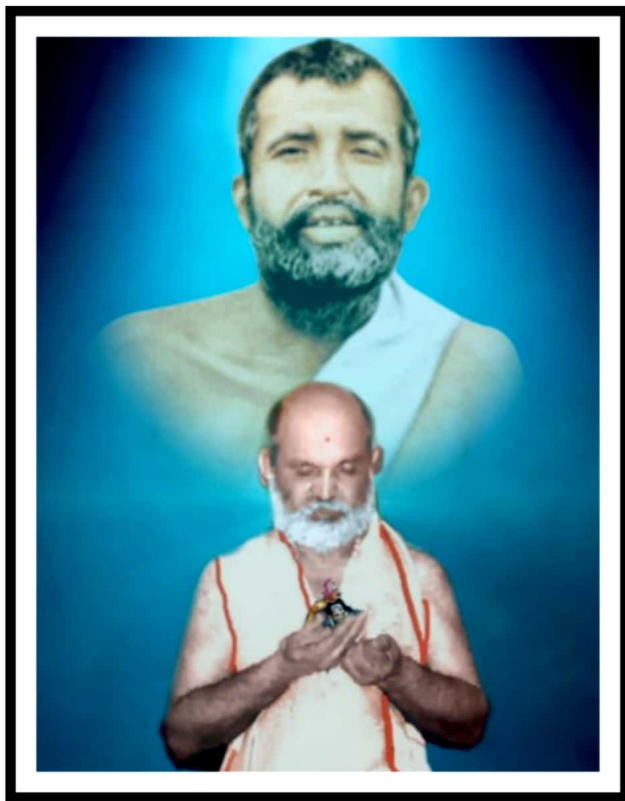
শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ ১৯০২ সালে মাঘীকৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথিতে আবির্ভূত হন কলকাতার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। সত্যনিষ্ঠ পিতা রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ডেপুটি পুলিশ

"তৃষিত নয়নে চেয়ে রই
তোমার আশিস মাগি
আছি দিবানিশি জাগি
প্রাণের ঠাকুর তুমি কই ?"
--- জলি চট্টোপাধ্যায়।

কমিশনার। মাতা কাশীশ্বরী দেবী ছিলেন কঠোর তপস্বিনী। শ্রীরামকৃষ্ণপার্যদ স্বামী অভেদানন্দজীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন এবং গৃহে থেকেই গভীর সাধনায় মগ্ন থাকেন বহু বৎসর। ১৯৩৯ সালে মা ভবতারিণীর কাছে সন্ন্যাস লাভ করার পর ভক্তবৃন্দের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীবৃন্দকে দীক্ষা দিয়ে বিরাট সঙেঘর স্থাপনা করেন।

পৈতৃক বাড়ী (সিউড়ী) রূপান্তরিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে। ধীরে ধীরে আরও অনেক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সে সব আশ্রম রয়েছে দুবরাজপুর, বাতিকার, নৃসিংহপুর, কান্দী, দুমকা, রামপুরহাট, বরানগর ইত্যাদি স্থানে। তাঁর সংঘে সন্ন্যাসিনী ও সন্ন্যাসীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ রয়েছে। যে এগারজন মাকে তিনি শৈশব থেকেই লালন পালন করেন, শিক্ষা দেন, আধ্যাত্মিক জীবনে উদ্বুদ্ধ করেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য শ্রীসত্যানন্দ-মানসকন্যা, শ্রীঅর্চনাপুরী মা,

যাঁর সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, সত্যি সে আমার মানসকন্যা। শ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্যের রচয়িত্রী হিসাবে ইনি প্রথিতযশা এবং বর্তমানে সংঘজননী। শ্রীঠাকুরের সমস্ত আশ্রমগুলিরই বৈশিষ্ট্য ছিল শিক্ষাদান, অন্ন, বস্ত্র এবং ঔষধ চিকিৎসা দান। সর্বোপরি ধর্মদান ছিল শিক্ষা দানের গুরুত্বপূর্ণ আনুষঙ্গিক কর্তব্য। সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন, গুরুকুল শিক্ষার প্রবর্ত্তন এবং চরিত্র-নির্মাণের শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষে সনাতন হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। শ্রীসত্যানন্দের শিক্ষাদর্শন ছিল অভিনব। শিল্পকলা, নৃত্য, সংগীত, নাটক এবং নন্দনতত্ত্বের বিভিন্ন প্রয়োগের সঙ্গে তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় কঠোর ত্যাগ ও তপস্যা সম্পৃক্ত ছিল।

শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ সুলেখক, পরম কবি, দিব্যসংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহ, বিজ্ঞান মনস্ক দার্শনিক, দেশপ্রেমিক, মহাযোগী। সন্ন্যাসীর বেশে তিনি স্বয়ং ভগবান পূর্ণাবতার। ত্যাগ, তপস্যা, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ সেবা ও দেশপ্রেমের যুগোপযোগী

সমন্বয় ঘটিয়েছেন তাঁর সঙ্ঘে। শ্রীঠাকুরের রচনাবলী আট খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে পাঁচহাজার গান, রামকৃষ্ণদেবের জীবনী, অভেদানন্দের জীবনী, World Philosophy, World Psychology, World Ethics এবং বহু প্রবন্ধ ও তত্ত্ববাণী। ভক্তলীলায় পরিপূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত করে ১৯৬৯ সালে মহাসমাধিতে লীন হয়ে যান।

ফুল সুন্দর হও
-- ঠাকুর সত্যানন্দ দেব।
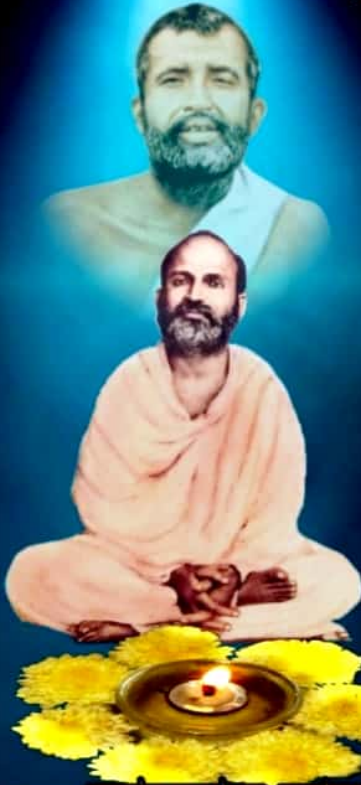
বেদছন্দা
স
ঠাকুর সত্যানন্দ দেব
প্রঃ — ভাববাদ আর বস্তুবাদ এই দুটী
মতবাদের মধ্যে কোনটী সত্য ?
উঃ — দুটিই সত্য— সূক্ষ্মে যা ভাব,
স্থূলে তাই বস্তু। সূক্ষ্মে যিনি সগুণ
ব্রহ্ম— তিনিই স্থূলে চতুর্বিংশতি
তত্ত্ব, জীব, জগৎ হয়েছেন।
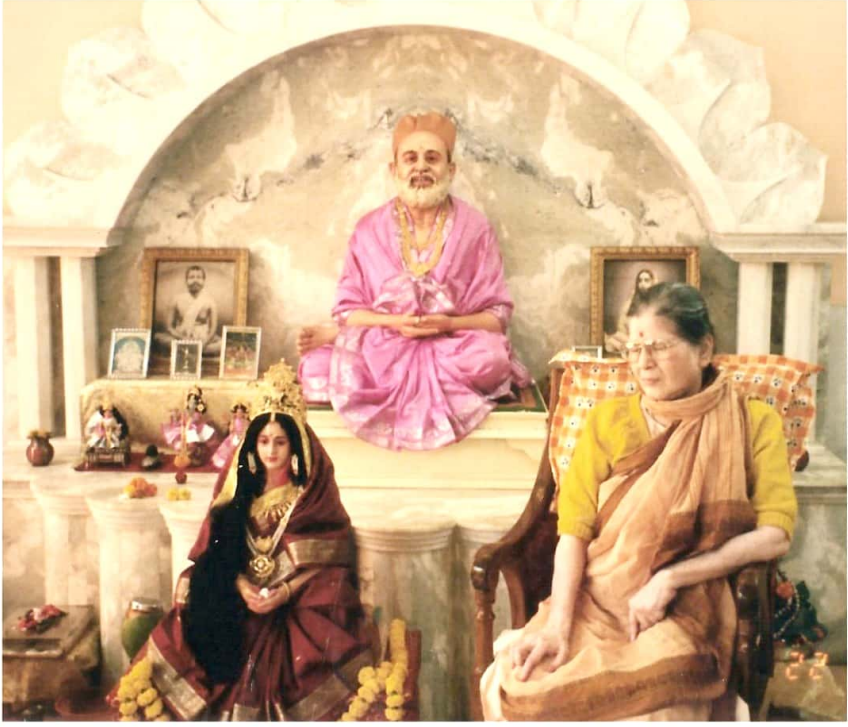
সত্যানন্দ দেবায়তনে সত্যানন্দ মানসকন্যা
শ্রী অর্চনাপুরী মা

শ্রীসত্যানন্দ মহাপীঠ

যাদবপুর, কলকাতা

শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের বাণী

১। এ যুগের ঠাকুর বড় বেশী কৃপাময়। একটু ক'রলেই ঠাকুর কৃপা করবেন। এ যুগ কৃপার যুগ; কারণ, এ যুগে·বাইরের টান তিনিই বেশী করেছেন, তাই কৃপাও বেশী করতে হবে।

২। তাঁর কাছে ঠিক ঠিক চাইলে, ঠিক ঠিক পাবে, ঠাকুরই এদিক ওদিক ক'রে ঠিক ক'রে নেবেন। কিন্তু খাঁটি হ'তে হবে। আর নাম ক'রে যাও। মনে রেখো, তোমাদের নিজেদের জন্যে শুধু নয়। একটা দাগ রেখে যেতে হ'বে। বহুর কল্যাণের সঙ্গে তোমরা জড়িয়ে আছো—একটা বড় আদর্শ থাকলে, সহজে নীচে নেমে যেতে পারবে না।

৩। পূজা করতে হয়। ঠাকুর চেয়েছেন পূজা। সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ভগবৎ প্রতিষ্ঠা।

৪। ফুল নিয়ে একটা সাধনা আছে। সারা জীবনটা এই ফুলের মত গ'ড়ে তুলে, যেদিন যাত্রা করবো সেদিন এই ফুলের মতই ঠাকুরের চরণে ঝরে প'ড়ব।

৫। আমার অহংটি ইষ্টের চরণের ছায়া। অর্থাৎ আমার আর অন্য সত্তা নাই, ইষ্টের সত্তাতেই আমার সত্তা। আমার সুখ দুঃখ ভাল মন্দ যিনি উপলব্ধি করাচ্ছেন তিনিই আমার ইষ্ট।

৬। যা কিছু করতে হয় কৃষ্ণার্পণম্ ক'রে ক'রতে হয়। ইষ্টার্পণম্ ক'রে করলে ভয় থাকে না—হেলা ভরেই হোক বা শ্রদ্ধা ভরেই হোক। তিনি ত' জানেন আমরা ঠিক পারি না— আমরা তাঁর অক্ষম ছেলে। গীতার ভগবান্ শিখিয়ে দিয়েছেন "তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্"।

৭। ভুল 'পাওয়ারের' চশমা যখন থাকে তখন আসল বস্তুকে চিনতে পারি না। যতক্ষণ না ঠাকুরের কৃপা আসছে, ঠিক চশমা না হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুতেই বুঝতে পারবে না। একবার তাঁর কৃপা পেলে সব সত্য, শিব, সুন্দর হয়ে যায়।

৮। প্রত্যেকে যদি নিজের দোষ দেখতে পায় তাহলে অনেক গোলমাল চুকে যায়। সব দিক দিয়ে সুবিধা হয়। সর্ব বিষয়ে উন্নতি করা যায়। জগৎটা শান্তির রাজ্যে পরিণত হয়।

৯। সর্বদা মনে রাখবে—একটি সর্বোত্তম তত্ত্ব তোমাদিকে লক্ষ্য ক'রছেন, গাইড ক'রছেন। এইটি মনে রেখে চলবে।

১০। আমাদের বাসনা যেন অক্টোপাশ—ভোগের বস্তু দেখলেই শত বাহু মেলে জড়িয়ে ধ'রবে। তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে ডুবুরীরা তার বাঁধন কাটে। তেমনি আমাদের বাসনার অক্টোপাশ কেটে ফেলতে হবে—তাঁর 'নামে', তাঁর চরণে 'প্রার্থনা' ক'রে।

১১। এক একটি বাসনার বিরুদ্ধে নামকে প্রয়োগ করতে হয়।

১২। শুধু ভোগে শান্তি মিলবে না। বর্তমান সভ্যতার রাজসিক চাঞ্চল্য ক্রমশঃই তমোগুণী আসুরিক রূপ নিচ্ছে বা ভবিষ্যতে নেবে। তমোগুণের বৃদ্ধিতে নেমে আসে ধ্বংস। কাজেই ঠাকুরকে একটু বুক নিঙড়ে ডাকতে হবে। একমাত্র শান্তিদাতা তিনিই। তাঁকে বাদ দিয়ে ইহ পরকালে জাগে অশান্তির ঝড়। আর তাঁকে কেন্দ্র ক'রে ভোগবিলাসেও থাকে কিছু শান্তি। আসল কথা, বর্তমান সভ্যতায় ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী।

১৩। যা কিছুতে ক্ষুদ্রতা, যা কিছুতে হীনতা, তাকে মহীয়ান্ করতে হবে নাম-রূপের কম্পনে।

১৪। আমাদের অহং-এর মূল্য বা পরিমাণ আমরা যত বাড়াই ঠাকুরের কৃপার মূল্য বা পরিমাণ তত ক'মে যায়।

১৫। আমাদের বাহিরের চাহিদা যত বেড়ে যাচ্ছে, ভিতরের চাহিদা ততই কমে যাচ্ছে।

১৬। কেন আমরা ছোট হব? ধূলির ওপর না উঠতে পারলে দেবতা হওয়া যায় না।

১৭। সর্ব অবস্থায় সাধনা করাই মহাসাধনা। জপ ধ্যান অবস্থা বিশেষের ওপর নির্ভর ক'রলে ঠিক হয় না।

১৮। শরীর মন আলাদা নয়, সেই একেরই প্রকাশ। মনের স্থূল প্রকাশ শরীর—শরীরের সূক্ষ্ম প্রকাশ মন।

১৯। খেলা একটু-আধটুই ভাল। বেশী খেলা ভাল নয়—খেলা ত' পশুত্ব। দেখ না—গরু ছাগল রাতদিন ঘুরে বেড়ায়, খেলে বেড়ায়।

২০। ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টা—এটিও ঠাকুরের কাজই করা হ'চ্ছে।

২১। বিশ্বাস মনের একটি অবস্থা। এমন একটি ভাইব্রেসন (Vibration) যা মনকে ঊর্ধ্ব হ'তে ঊর্ধ্ব মুখে নিয়ে যায়। বিশ্বাস ও জ্ঞান এক ; এবং বিশ্বাস ও ঠাকুর এক। সবেরই আদিতে বিশ্বাস, অন্তেও তাই।

২২। ধর্মরাজ্যে যারা পথিকৃৎ পথচারী, তাদের সকলেরই "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়" জীবন যাপন করা উচিত। সমষ্টির কল্যাণ-দৃষ্টিও প্রয়োজন। সাধু গৃহী প্রত্যেককেই মনে রাখতে হবে, সংঘই শক্তি। কাজেই এই সংঘশক্তি বৃদ্ধি করা সব ধর্মপথের পথিকদের কর্তব্য। আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ সংঘের প্রতি প্রীতিযুক্ত হ'তে হবে। ধর্মকে মহনীয় ও শক্তিমান ক'রে তুলতে হবে। ধর্ম শুধু নিজের জন্য নয়। ধর্মাচরণ বিশ্বযজ্ঞের প্রয়োজনেও সাধিত হওয়া উচিত। আজ উপনিষদের 'সহ নাববতু'র কথা ভাববার দিন এসেছে। প্রতি ধর্মসংঘকে অন্য সংঘগুলির সঙ্গে যোগ রাখতে হবে—ধর্মে U.N.O. গড়ে তুলতে হবে।

২৩। মহৎ দেখে কাঁদতে পারা তবেই কাঁদা ধন্য হয়।

২৪। নিজে মহৎ না হলে মহৎকে যায় না চেনা। যুগে যুগে যারা কল্যাণদীপ দিয়েছে জ্বেলে আঁধারের বুকে—তাদের চেনার চোখ যুগে যুগেই বিরল।

২৫। মিথ্যার বুকে কখনও সত্যস্বরূপ ভগবানের আবির্ভাব সম্ভবে না।

২৬। অবতারপুরুষ, মহাপুরুষ, সিদ্ধ সাধক এঁদের বারবার আগমনে সনাতন ধর্ম আজও টিকে আছে, আর থাকবেও। আর এঁদের আগমনে অন্যায়ের ধ্বংস অনেকাংশেই হয়।

২৭। আমরা সাধারণতঃ ভোগবাসনা, দেহসুখ, সংসার-সুখ চরিতার্থ করার জন্যই ঠাকুরকে ডাকি। প্রার্থনা পূরণ না হলেই তখন ভগবানকে দোষ দিই—তোমায় ডেকে এই হ'ল। যে ঠাকুরকে চাইবে, সে ভালমন্দ সব ঠাকুরের হাতে ছেড়ে দেবে। আমি তোমায় চাই, ভাল মন্দ তুমি যা হয় করো, এরকম মন নিয়ে তীব্রভাবে লেগে থাকতে থাকতে ঠাকুরের ওপর জোর হবে। কি, আমি তোমায় এতো জোর ক'রে ডাকি আর তোমায় পাব না! কাজেই লেগে থাকো।

২৮। ভক্তি মানে কি জানো? ভক্তি মানে ভগবানের জন্য মনে সব সময় একটা আন্‌চান্ ভাব, একটা আকুলতা লেগে থাকা।

২৯। দেখ, মানুষ বড় অসহায়—তার জীবনে অনেক দুঃখ অনেক অশান্তি। যুগ যুগ ধরে বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তার বুকে। একমাত্র ধর্মই পারে সে সমস্তর পারে নিয়ে যেতে। ঠাকুরের শরণ নিতে

হবে—আর দুঃখ বেদনা তাঁর চরণে অর্পণ ক'রে দিয়ে শুধু নাম ক'রে যেতে হবে। 'Religion is the panacea of all ills'–(William James)।

৩০। যতবার নাম করবে ততবার তুমি বুঝতে পার আর নাই পার, নামীর স্পর্শ পাবে। নাম আর নামী যে অভেদ। নামের সহিত থাকেন আপনি শ্রীহরি।

৩১। মঠ বা মন্দিরের প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি কাজই সমান। আশ্রমের প্রয়োজনের জন্য বা মন্দিরের প্রয়োজনের জন্য বিদ্যাচর্চাই বল বা বিদ্যাদানই বল, শাস্ত্র অধ্যয়নই বল, আর আশ্রমের প্রয়োজনে ড্রেন পরিষ্কারই বল, সব প্রয়োজনীয় কাজই এক। তোমরাও ঠাকুরের এই আশ্রম, মন্দির, এসবের প্রয়োজনে কোন কাজকেই ছোট বা অপমানকর মনে করবে না, দরকার হ'লে সব কাজেই এগিয়ে যাবে।

৩২। দূর থেকে দেউল-চূড়াকে প্রণাম করাও একটা সাধনা। সবাই হয়তো মন্দিরে সব সময় যেতে পারে না। দেউল-চূড়া দূর থেকেই তাদের প্রণাম গ্রহণ ক'রে দেবতার চরণে পৌঁছে দেয়।

৩৩। যতক্ষণ কাঁচা আমি নিয়ে চলছ, ততক্ষণ তোমাকে ঘা খেতে হবে।

৩৪। দেখ, সংসারে একটু স্বচ্ছল অবস্থা না হ'লে ঠাকুরকে ডাকা মুশকিল। নানা ভাবনা, নানা চিন্তা এসে যায়। কাজেই সংসারীদের লক্ষ্য রাখা উচিত সংসার যাতে খুব বেশী বেড়ে না যায়।

৩৫। আত্মা হচ্ছে ভূমা স্বরূপ। যেখানে আত্মা ক্ষুব্ধ হয় না, সঙ্কুচিত হয় না, সেখানে পাপও হয় না। কিন্তু যেখানে লোভ, স্বার্থপরতা, নরহত্যা, চুরি, ক্রোধ ইত্যাদির ফলে আত্মার ভূমার স্বরূপটি সঙ্কুচিত হয়, খণ্ডিত হয় সেখানেই পাপ।

৩৬। ভগবৎলাভ একটা কিছু বাস্তব জগতের বিষয় নয়, এটা মনোজগতের কথা। ভগবৎলাভে মনে আসে প্রশান্তি। ভগবৎলাভে জাগতিক কিছু আসে যায় না। তাই বস্তুজগতের প্রমাণের দ্বারা ভগবৎবস্তু প্রমাণ করা যায় না। এটি মনোরাজ্যে উপলব্ধি করার জিনিস।

৩৭। নিত্য পূজা, প্রার্থনা, নাম এসব রেখে যেতে হয়—নিত্য নিত্য ভগবানের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করলে বিপদের সময়ের কথা তিনি শোনেন। কিন্তু হঠাৎ ডাকলে অত ফল হয় না।

৩৮। শান্তি পেতে গেলে আগে নিজেকে শান্ত হতে হবে। নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে শান্ত করতে হবে। বৃথা নেচে বেড়াবে আর বলবে আমি শান্ত—এতো হয় না। ভগবানকে হয়তো অনেকেই নাও চাইতে পারে, নস্যাৎ করার অর্থাৎ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু শান্তিকে কেউ নস্যাৎ করতে পারে না। অর্থাৎ শান্তির প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। শান্তি সবাই চায়। তবে এইখানেই আসে ভগবানের প্রশ্ন। শান্তি পেতে গেলেই চাই ভগবানের কৃপা—তিনি শান্তির ব্যাঙ্ক স্বরূপ, তিনিই শান্তি স্বরূপ। ভগবানই একমাত্র শান্তিদাতা।

৩৯। ধর্মরাজ্যে উন্নতি করতে গেলে শিশুর মত হতে হবে। যে Personality-র দ্বারা আমরা বিদ্যা, বুদ্ধি, গান, সব রকমের জাগতিক উন্নতি করি, সেই Personality-র মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে।

ইহজাগতিক সম্বন্ধ নিয়ে যে Personality সেটাকে সাধারণতঃ আমরা বলি—'I-hood', বা 'কাঁচা আমি'—ধর্মরাজ্যে কিন্তু 'পাকা আমি' করতে হবে। পূর্ণ শরণাগতি চাই—মায়ের শিশু হওয়া চাই।

বর্তমানে রাষ্ট্রনেতাদের কাছে ধর্মের স্থান নাই। কিন্তু আগে ধর্মই ছিল রাষ্ট্রের প্রাণ। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে—জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি, বীজগণিত, কাব্য, সাহিত্য, অস্ত্রবিদ্যা ইত্যাদি যাবতীয় বিদ্যারই উদ্ভব হয়েছিল ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে।

৪০। ভগবানকে পেতে হলে খুব রোখ দরকার। তবে জোর ক'রে আনলে, সেটা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। তাঁর প্রতি অনুরাগ এলে তাঁর জন্য যে রোখ হয়, সেটিই স্থায়ী হয়। তোমাদের রোখ চাই, তবে সেটা কিন্তু Infuriated-অবস্থার মত উত্তেজনার রোখ হলে হবে না। এই রোখটা হচ্ছে Will force-এর শুভগতি। অবশ্য এর জন্য প্রার্থনাও দরকার।

৪১। গুরুর আদেশে কাজ করাই তপস্যা। প্রথমে গুহায় ব'সে কি জপ ধ্যান করতে পারা যায়—তাই কাজ ও জপ ধ্যান দুই চাই। তৈরী হলে তবে শ্রীঠাকুরই কাজ কমিয়ে দেন।

৪২। সৎ-গুরুর নির্দেশ মত চললে ইষ্ট ও মহাপুরুষদের কৃপা লাভ সহজ হয়।

৪৩। নানা গোলমালের মধ্যে ঠাকুরকে মনে রাখা চাই, এইখানেই মনের পরীক্ষা।

৪৪। ঠাকুরকে যত-আনা মন দিতে চাও তত-আনা মন সংসার থেকে সরিয়ে আনতে হবে।

৪৫। সর্বদা নাম করবে। বর্তমানে নামাপরাধে জগতের এই দুর্দিন।

৪৬। ফুল-সুন্দর হও—Be Like A Flower.

৪৭। প্রঃ—আজকালকার লোক এত নিম্নমুখ কেন?

উঃ- কি জানো, মহাকালের চাকা ওই ধারেই ঘুরছে। এখন ওই চলবে। যেমন ধরো, মাঠে যে পথে বহু লোক চলে সেই পথটিই সুস্পষ্ট হয়। সেইরকম আগেকার ধর্মের পথ আজকাল মুছে যাচ্ছে। এখনকার মাপকাঠিতে একে অধর্ম বলবে না। এখনকার লোক বলবে, এ নোতুন ধর্ম, বিশ্বধর্ম, মানবতার ধর্ম। এর পিছনে প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিগত সুখবাদ। তোমরা খুব নাম ক'রে যাও।

৪৮। প্রঃ—সাধারণভাবে সবারই কি প্রার্থনা করা উচিত?

উঃ—আমরা যেন ভাল হয়ে চলতে পারি, তোমার চরণে যেন ফুলের মত ফুটে থাকতে পারি, ঠিক ঠিক তোমার ছেলেমেয়ে হতে পারি। আর, আমাদের কল্যাণ কর, আমাদের গৃহের কল্যাণ কর, দেশের কল্যাণ কর, জগতের কল্যাণ কর। সকলের কল্যাণ প্রার্থনা করবে।

৪৯। প্রঃ—ঠাকুরকে পাবার সহজ উপায় কি?

উঃ—নিত্য ঠাকুরের সঙ্গ করতে চেষ্টা কর। চারিদিকে ঠাকুরের মূর্তি রেখে, তাঁর নাম অঙ্গে লিখে, তাঁর মূর্তি বুকে মাথায় রেখে, যেমন ক'রে হোক তাঁর সঙ্গ করতে চেষ্টা কর। তাঁর কথা নিত্য সঙ্গী হোক। এক কথায় কায়মনোবাক্যে তাঁকে রাখো।

৫০। প্রঃ—সুরযোগ কি?

উঃ—গানের সুরে সুরে আপনাকে তাঁর চরণে লীলায়িত করাকে বলে সুরযোগ। সুরশিল্পীদের এতে সুবিধা হয়।

৫১। ছন্দযোগ কি?

উঃ—নৃত্যের দ্বারা ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। যারা নৃত্য ভালবাসে তারা এটি করতে পারে।

৫২। প্রঃ—শ্রীযোগ কি?

উঃ—নিজেকে সুন্দর রূপে ফুটিয়ে তুলে চিরসুন্দরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া শ্রীযোগ।

৫৩। প্রঃ—সর্বযোগ কি?

উঃ—সকলের ভিতর ঈশ্বর আছেন জেনে সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, এর নাম সর্বযোগ।

৫৪। প্রঃ—এ যুগের কথা কি?

উঃ—এ যুগের কথা পবিত্রতা। পবিত্রতা লাভ করলেই সব হবে।

৫৫। প্রঃ—ভোগে তৃপ্তি হয় না কেন এবং কে ভোগ করছে?

উঃ—ভোগ করছেন তিনিই। কিন্তু যে বোধটা হচ্ছে সেটা ত' তাঁর বোধ নয়—বোধ হচ্ছে আমাদের। এই আমিটা হচ্ছে তাঁর লীলা-সৃষ্ট সত্তা। কিন্তু এই সত্তার তৃপ্তি হয় না, কারণ সে তো আর ভোগ করছে না।

এখন ধর, একটা নল দিয়ে চৌবাচ্চায় জল ঢালা হচ্ছে, তাতে পূর্ণ হচ্ছে চৌবাচ্চাটাই—কিন্তু মধ্যেখান থেকে নলটার গায়ে একটা

আভাস থেকে যাচ্ছে। তাতে নলটার হয়তো চঞ্চলতা বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু নলটা ঐ জন্যই আছে। যেমন, জিভে তুমি রসগোল্লা দিলে, জিভের একটু চঞ্চলতা হল মাত্র—কিন্তু ভরল পেট। তেমনি এই সত্তাটিও তাঁর লীলার সহায়ক হয়ে আছে। এর অতৃপ্তি, আকাঙক্ষা এসব তাঁরই দেওয়া—সে কখনও তৃপ্ত হতে পারে না। তিনি নিজেই আনন্দ করছেন, মাঝখানে রেখে দিয়েছেন এই সত্তাকে। কাজেই আমাদের এই সত্তাটি তৃপ্ত হবে কেমন ক'রে।

৫৬। প্রঃ—জীবনের উদ্দেশ্য কি?

উঃ—"জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ" (শ্রীঠাকুর)—জীবন ধারণ করতে হলেই আমাদের কতকগুলো কাজ করতে হয়, তার কতকগুলো উদ্দেশ্য থাকা চাই। প্রায় লোককে জিজ্ঞাসা কর যদি, কেন পড়ছো? বলে, "জানিনা। দেখা যাক্ কিছু করা যাবে। পথে চলতে চলতে যেখানে হোক থামা যাবে।" উদ্দেশ্য সবারই আছে কিন্তু জানে না। সবাই আপনার তৃপ্তির জন্য ছুটছে—কিন্তু এই আপনাকে খুঁজতে গিয়ে তিনিই বেরিয়ে পড়েন। এইজন্য ঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন "তুমি কে বল দেখি—তুমি তিনিই।"

কাজেই তাঁকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য করা উচিত। তাঁকে লাভ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সংসারে চলা উচিত। তাঁকে লাভ করলেই সব লাভ করা হবে। আর তাঁকে ছাড়লেই কোনো জিনিষই দাঁড়াবে না। জগৎটা তাঁতেই বিধৃত।

৫৭। প্রঃ—ভক্তকে কি তিনি পরীক্ষা করেন? না তাঁর সঙ্গে লীলা করেন?

উঃ—পরীক্ষা লীলার ভেতরেই, আবার যতক্ষণ কাঁচাভক্তি ততক্ষণই পরীক্ষা আর লীলা আলাদা বোধ হয়, কিন্তু পাকাভক্তি হলে তখন সব লীলা।

৫৮। প্রঃ—মনের ক্ষুদ্রতা কেন হয়?

উঃ—মনের ভূমার সাধনের অভাব। প্রত্যেকে নিজের চশমা নিয়েই দেখে কিন্তু যদি অন্যের চশমা নেওয়া যায় তবে উদারতা বেড়ে যায়। সবার চশমা যদি পরা যায়, ভূমার চশমা পরতে পারলে, প্রেমের চশমা পরতে পারলে ভগবৎ লাভ হয়। "বাসুদেব সর্বম্"।

৫৯। প্রঃ—মনকে ঊর্ধ্বমুখী কি করে করা যায়?

উঃ—দেখ, যদি সব জিনিষের উঁচুতে উঠতে চাও তবে বিষয়ের ঢেউ এর সঙ্গে যুদ্ধ না করে স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও। সব জিনিষের মধ্যে ঠাকুরকে দেখতে চেষ্টা করো। ঝগড়া, গোলমাল, হিজিবিজি সবেরই মধ্যে জানবে ঠাকুর আছেন। আর যা কিছু উঁচু জিনিষ, যা কিছু ভাল জিনিষ, যা কিছু সত্য, শিব, সুন্দর তাতেই মন রেখে দাও।

৬০। প্রঃ—অভ্যাস সব সময় কেমন করে রাখা যায়?

উঃ—নিয়ত অভ্যাস করে যাচ্ছো এ একরকম। আবার অভ্যাস যোগ বজায় রেখে নানা গোলমালের মধ্যে তাঁকে ফেলে দিতে হয়, অভ্যাসটাকে স্থির রাখবার জন্য। ধর, ফুটবল খেলতে গিয়েছো—ঠাকুরকে দলে নিয়ে খেলবে, পড়ছো—ঠাকুরকে সামনে রেখে পড়বে, ঠাকুরকে শোনাচ্ছি মনে করে। ক্রিকেট খেলছো—মনে মনে তাঁকে সঙ্গী করে নেবে, বেড়াতে যাচ্ছো, মনে মনে সেখানেও তাঁকে সঙ্গী করে নেবে। তাহলে গোলমালেও আর অভ্যাসের বিচ্যুতি হবে না, জোর বাড়বে।

৬১। প্রঃ—সর্বদা আমাদের কি চেষ্টা করা উচিত?

উঃ—সর্বরূপে তাঁর প্রিয় হবার চেষ্টা করবে।

৬২। প্রঃ—সকলের ভিতর যে প্রেম ভক্তি আছে তার দ্বারা তাহ’লে ভগবৎ লাভ হবে?

উঃ—হ্যাঁ। এই প্রেম ভক্তি যার যতটুকু আছে ষোল আনা দিতে হবে।

৬৩। প্রঃ—ভক্ত ও ভগবান্, কে বড়? যেমন সমুদ্র আর ঢেউ, সমুদ্রকেই ত’ আমরা বড় বলি।

উঃ—কিন্তু ঢেউ নিয়েই ত’ সমুদ্র। আমি বলি বাপু, সমুদ্রকে যদি শুধানো যায়, তাহলে সে বলবে আমার এই তরঙ্গ এই ফেনায়িত বীচিমালাই সত্য, এই নিয়েই আমার বিস্তার। তেমনি ভগবান্ বলবেন ভক্ত আমার চেয়েও বড় এবং সত্য, আর ভক্ত বলবেন ভগবানই একমাত্র সত্য।

৬৪। প্রঃ—কি করলে জগতের ঠিক কল্যাণ হয়?

উঃ—সৎ অসতের মাপকাঠি ত’ ঠিক করে কিছু বলা যায় না। এ যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলেও যদি স্বার্থহীন প্রাণ থেকে কোন স্পন্দন ছাড়া যায় তাহলে তাতেই জগতের কল্যাণ হবে। আর সেই স্পন্দন চারিদিক থেকে আরও similar waves পাবে এবং multiply করবে আর তাতেই জগতকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই জগতের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থ স্পন্দনের সৃষ্টি করতে হয়।

৬৫। প্রঃ—ভাল জায়গায় ভাল চিন্তা আর মন্দ জায়গায় মন্দ চিন্তা আসে কেন?

উঃ—যেখানে চিৎবিদ্যুতিনের যে রকম খেলা হয় সেখানে গেলে মনের অবস্থা সেই রকম হয়। যেমন, যেখানে অবতারপুরুষ বা সাধুপুরুষরা থাকেন সেখানকার চিৎবিদ্যুতিন সৎভাবে প্রকাশিত। সেখানে গেলেই মন আপনি অন্য রকম হয়ে যায়। আবার যদি বায়স্কোপ টকিতে যাও তখন আবার মন অন্যরকম হয়ে যায়। সেখানে যারা ওই সব করে তাদের শরীরের চিৎবিদ্যুতিনে ওখানকার আবহাওয়া charged হয়ে থাকে। চিৎবিদ্যুতিনের একটা আকর্ষণ আছে—সৎ চিৎবিদ্যুতিন সৎকে আকর্ষণ করে।

৬৬। প্রঃ—চিৎবিদ্যুৎতিন কি?

উঃ—ইলেকট্রন প্রোটন যেমন জড়রাজ্যের ক্ষুদ্রতম অংশ তেমনি চিৎবিদ্যুতিন হচ্ছে চেতনরাজ্যের ক্ষুদ্রতম অংশ। এগুলি আমাদের সকলেরই আত্মা থেকে অল্পবিস্তর বর্ষিত হয়।

৬৭। প্রঃ—আচ্ছা, সাধু মহাপুরুষদের মূর্তি দেখলেই কেন মাথা নত হয়, ভাল লাগে?

উঃ—কি জান? প্রথম হচ্ছে তোমার চিৎবিদ্যুতিন সৎভাবে

প্রকাশিত, সেই জন্য কোন সাধুর সৎমূর্তি দেখলেই তোমার ওই রকম হয়। আর একটা হচ্ছে কোনো সাধুর যখন ছবি তোলা হয় সেই ছবির সঙ্গে সাধুর শরীর থেকে যে দিব্য তপস্যাপ্রসূত চিৎবিদ্যুতিন বেরোয়, সেটাও ওই সঙ্গে থেকে যায়। তবে ছবিটা দেখা যায়—আর ওই চিৎবিদ্যুতিন দেখতে পাই না। সেইজন্য তুমি যখন সাধুর ছবি দেখো তখন সেই সাধুর অঙ্গের চিৎবিদ্যুতিন এবং তোমার চিৎবিদ্যুতিনে একটা মিতালী হয় বলে অত ভাল লাগে।

আর একটা আছে যে, সৎ জিনিষ, সুন্দর জিনিষ সকলেরই ভাল লাগে, সেটা Social standpoint অনুসারে। যেমন, সমাজে সুন্দর জিনিষ সকলেরই ভাল লাগে, সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করে। কিন্তু নর্দমাকে কেউ ভাল বলে না। সেই হিসাবে আমাদের মনে আগে থাকতেই কতকগুলি সৎ সুন্দরের একটা ছাঁচ থাকে—যেমন, সবার আকাশ ভাল লাগে, ফুল ভাল লাগে।

৬৮। প্রঃ—এ যুগে মানবের স্বধর্ম—যুগধর্ম কি?

উঃ—যুগাবতারের শরণাগতিই যুগধর্ম, যুগমানবের স্বধর্ম।

৬৯। হাততালি দিয়ে নাম করা কেন? যতক্ষণ মানুষ স্থূল আছে, তার তমোগুণ যখন প্রবল, ততক্ষণ স্থূল নামেই ভাল ফল দেবে—

কারণ, তখন সূক্ষ্মভাবে মনে মনে জপ করতে গেলে ঝিমিয়ে পড়বে, পারবে না।

আর একটা দিক আছে—সমষ্টি কল্যাণ এবং ব্যষ্টির কল্যাণ। মনে মনে নাম করলে, আত্মায় আত্মায় নাম করলে তার আত্মার খুব উন্নতি হবে। কিন্তু সমষ্টির কল্যাণ আবার আছে—সেখানে যাতে সকলে শুনতে পায়, এমনভাবে করা। সে নাম তাদের ওপর কাজ করবে খুব তাড়াতাড়ি। মনে মনে নাম করলে স্থূলভাবে তাদের কাজ দেবে না।

Group Mind বলে একটা কথা আছে (Le Bon)। একস্থানে যখন অনেকে নাম করে তখন নামের একটি আলাদা সত্তা প্রকাশ হয়। অনেক সময় পাঁচজনে জপ ধ্যান ভাল হয়। কারণ, সেখানে সমষ্টি মনের একটা ছোঁয়াচ আছে।

৭০। ঠাকুর যে কৃপা ক'রবেন তার জন্য কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। কৃপা নিত্য, আমরাও নিত্য কৃপা পাচ্ছি। কিন্তু যখন আমাদের মনের মতো কৃপা চাই, তখন আমাদের প্রার্থনা বা তপস্যা করতে হয়। অর্থাৎ কৃপাটি আমাদের মনের মতো যেন তিনি করেন।

৭১। কায়-মন-বাক্যে তাঁর অভিমুখী হ'তে হয়। দেহ তাঁর মূর্তির দিকে থাকবে, মনে তাঁর চিন্তা, বাক্যে তাঁর কথা।

৭২। ইষ্টমূর্তি সর্বদা সঙ্গে রাখলেও মহাফল। যন্ত্রবৎ করলেও বস্তু গুণ আছেই।

৭৩। অবচেতন মনকে চেতন করতে হবে। চেতন মনকে প্রসারিত ক'রতে হবে, ইষ্ট নাম সহায়ে।

৭৪। মনের ওপর নজর রাখবে, যেন ইষ্ট স'রে না যায়।

৭৫। সব কাজের মাঝে মাঝে, একবার ক'রে জগৎ থেকে মনকে সুইচ-অফ ক'রে দেবে। দেখবে মন ঠিক ইষ্টমুখী আছে কি-না।

৭৬। আবহাওয়ার খবর রাখবার জন্য যেমন ব্যারোমিটার (Barometer) থাকে, তেমনি মনে একটা মিটার রাখতে হয়। জপ চিন্তা ইত্যাদি কেমন হ'চ্ছে এই সব লক্ষ্য রাখতে হয়। অর্থাৎ জপের রিডিং (reading) কতটা উঠছে—এইটি লক্ষ্য রাখতে হয়।

৭৭। সকলেই এ প্রার্থনা ক'রতে পারে—"ঠাকুর! তুমি নিজের কৃপায় নিজেই এগিয়ে এসো। আরও মূর্ত্ত হয়ে ওঠো......"

৭৮। সর্বদা ভোগের মধ্যে থাকা, তাই একজন অগ্নিস্বরূপের কাছে থাকলে সুবিধা হয়।

৭৯। জ্বলন্ত বিশ্বাস নিয়ে ডাকা চাই। যেমন ধর, গদাধর বা মোহন ব'লে ডাকছো; সে পাশের ঘরে কিংবা কোথাও না কোথাও আছে— সে শুনছে ও শুনতে পেলেই আসবে, এ বিশ্বাস বেশ আছে। শুধু 'হরে কিষ্ট হরে কিষ্ট' ব'ললে হবে না—জ্বলন্ত বিশ্বাস চাই যে তিনি শুনছেন।

৮০। ভক্তের জন্য ভগবানের চির চঞ্চলতা। যেমন, মা'র ছেলের জন্য চিন্তা চিরকাল।

৮১। তিনি কৃপা করে জোর করে, নিয়ে চলুন তাঁর দিকে। এই প্রার্থনা, "হে ঠাকুর, তুমি তেষ্টাও জাগাও, সব জোগাড় ক'রেও দাও, তোমার যত আছে সব করো"—এই প্রার্থনা।

৮২। ভগবৎ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত দিব্য কাজ হয় না, তার আগে বাসনা কামনার কাজ। ভগবৎ লাভের পর তখন ভগবৎ কাজ; তাঁর কাজ—তাঁরই প্রেরণা। তার আগে মানুষ তবে কি ক'রবে? তখন গুরু নির্দেশ। ঠাকুরের বলা আছে, এও কর্মযোগ। আর আছে— তাঁর নাম চিন্তা ক'রে, প্রার্থনা ক'রে কাজ ক'রে যাওয়া।

৮৩। মানুষের মনে দু'টি শক্তি নিয়ত খেলা ক'রছে। একটি তাকে বহির্মুখে, আর একটি অন্তর্মুখে বা সূক্ষ্ম দিকে টানছে, বহির্মুখের টান আপাততঃ জোর হ'লেও সূক্ষ্মের টান ভবিষ্যতে জয়ী হয়। আত্যন্তিকে সবই ব্রহ্মস্থ হবে।

৮৪। আমাদের মনকে ক'রতে হবে absorbent, আকর্ষণী শক্তিময়। আমাদের মনে সৃষ্টি করতে হবে বিরাট্ প্রেমের আকর্ষণী শক্তির। যা কিছু সৎ, সুন্দর, দিব্য, পবিত্র, মহান্—তাই প্রাণায়াম ও নাম সহায়ে, মনের জোর ক'রে আমাদের সত্তায় টেনে নিতে হবে। যেমন, এই আকাশ থেকে উদারতা টেনে নিতে হবে। ফুলের থেকে পবিত্রতা টেনে নিতে হবে—ঠাকুরের কাছ থেকেও খানিকটা শক্তিও টেনে নিতে হবে।

৮৫। যার যেমন মনের আলো সে সেই রকম আলো তাঁর উপর ফেলে বলছে, তিনি এই রকম। কেউ তাঁর উপর খণ্ডের আলো ফেলে বলছে তিনি খণ্ড, কেউ অখণ্ডের আলো ফেলে বলছে তিনি অখণ্ড। আমরা তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু জানি তা সামান্য, আর তা

হ'চ্ছে আপেক্ষিক— রিলেটিভ। কারণ, আমরা তাঁকে দেখছি আমাদের অহং-এর আলো দিয়ে। কাজেই সে জানা হচ্ছে রিলেটিভ। আমরা তাঁকে অখণ্ড বলছি—সেও তো আমাদের চিন্তা দিয়ে। কাজেই অনন্ত বললেও ঠিক বলা হয় না। শ্রীঠাকুরের কথা, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি, আর কিছু নয়।

৮৬। "ঠাকুর! গঙ্গাজলের মত পবিত্রতা দাও— আমাকে এবং সবাইকে"—যা কিছু পবিত্র ও কল্যাণময় তাই দেখে এই প্রার্থনা করতে হয়।

৮৭। হরিময় হও। হরি চরণায়িত হও—কায়মনোবাক্যে।

৮৮। ভাগবতী কথা আর বাজে কথার তফাৎ এইখানেই যে, বৃথা কথা প্রথমে ভাল মনে হয়, ভাগবতী কথা প্রথমে নিতে কষ্ট হয়। ভাগবতী কথা, সৎ কথা, পরে এমন সহজ ও কল্যাণকর হ'য়ে যায় যে, আত্মা তাকে সহজে আপন ক'রে নিতে পারে। এতটুকু কষ্ট হয় না।

৮৯। দেহের শুদ্ধির দরকার, মনের শুদ্ধির দরকার। দেহের দ্বারা যা গ্রহণ করবে তাও বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আর মনের শুদ্ধি, আচার্য্য শংকর ত' বলেছেন, মনের দ্বারা যা গ্রহণ করবে তা যেন শুদ্ধ হয়। দেহের মনের পারে যে বুদ্ধি, অহংকার, সেগুলিরও অশুদ্ধতা দূর করতে হবে। যেমন, বুদ্ধিকে যদি সাধারণভাবে ধরি যার দ্বারা আমরা নানারকম আলোচনা করি, সে আলোচনাও আমরা অপবিত্র আলোচনা করবো না। তার পারে যে অহংকার তাকেও আমাদের শুদ্ধ ক'রতে হবে। আমাদের অহং সত্তা যেন সর্বভাবে শুভ বিষয় নিয়ে থাকে। তাই শ্বেতাশ্বতরে ঋষিদের প্রার্থনা "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"।

৯০। শ্রীমা বলতেন, "ঘটপট ছায়া কায়া সমান।" তাই ঘট কি পট অথবা ছায়াকে ধ'রে, কায়া বা দেবতাকে ধরা যায়। তাই স্বপ্নে তাঁর যে ছায়া পাওয়া যায় সেও সত্য। তাও স্মরণ করা ভাল।

৯১। ভাল কাজের প্রেরণা আসবা মাত্র কাজটা ক'রে ফেলা ভাল। আর মন্দের প্রেরণাকে কাজে লাগাতে নেই। তাকে ভালদিকে মোড়

ফিরিয়ে দিতে হয় অথবা সময় দিতে হয়। যেমন, কারো ওপর রাগ হয়েছে তখন খানিকটা ছুটে এলে এমনি।

৯২। মনে মনে বিচার ক'রবে কতখানি উন্নতি হ'লো। জপ ধ্যান চলছে কিনা? আর মনের গতি কোন্ দিকে? ভোগমুখী না ত্যাগমুখী? মনের স্থান কোন্ চক্রে?

৯৩। প্রথম গুরুদত্ত নাম করে যাওয়া, যেটি দিয়ে গুরু ধরা পড়েছেন। জেনে হোক, অজানায় হোক—যেমন করে হোক। একটু চালাক হ'তে হবে এবং সেই চালাকিটি দিব্যচালাকি। ফাঁকে ফাঁকে একটু নাম করে যাওয়া। বৃথা কথা বলা ছেড়ে নাম করে যাওয়া। মনের সঙ্গে একটু দিব্য চালাকি খেলতে হবে। "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"— দক্ষিণেশ্বরের শ্রীঠাকুর বলেছেন, "তিনের কৃপা হ'লো—একের কৃপা বিনা জীব ছারেখারে গেল।" জীবের কৃপাই হয় না। মনকে বলবে একদিন তো যেতেই হবে, তার জন্যে অন্ততঃ কিছু পরলোকের - insurance-এর ব্যবস্থা করে নে।

৯৪। নাম ক'রে যাও, ঠাকুরকে ডেকে যাও, পরে দেখবে কৃপা কাকে বলে। ব্যবসা করতে হ'লে, চাকরি করতে হ'লে কিছুদিন এমনি খাটতে হয়, তারপর লাভের কথা—শ্রীঠাকুর বলেছেন—"নাম কর আর সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়"।

৯৫। ধর্মরাজ্যে কতকগুলো কাজ আছে, সেগুলো নিয়মিত করে যেতে হয়। যেমন, ঔষধ তিক্ত লাগলেও খেতে হয়, অসুখ না সারা পর্যন্ত। অত ভূত ভবিষ্যত বর্তমান ভাবতে গেলে চলে না। আবার ফিলিং তত্ত্বটিরও ঊর্ধ্বে যেতে হবে। যেমন ধর, সৎকাজ করতে গিয়েছো, কেউ বিরক্ত হ'য়ে কিছু বললে অমনি তুমি কাঁদতে বসলে, সে করলে হবে না। এই জগতের সমস্ত ফিলিং তত্ত্ব থেকে, ভাবপ্রবণতা থেকে মনকে না তুলে রাখলে সাধু হওয়া মুস্কিল।

৯৬। সুখের সময়, ভালোর সময়, আমাদের বলতে হবে—খারাপ সময় একদিন আসবে, ঠাকুর সেদিনটিকেও যেন তোমার দান ব'লে নিতে পারি। সেগুলিকে অতিক্রম করে যেন তোমার দিকে এগিয়ে যেতে পারি। এতে দুঃখের দিন অতিক্রম করবার শক্তি আসবে।

৯৭। সমস্ত জিনিসের ভালো দিক আছে, মন্দ দিক আছে। কাজ করতে গেলেই গোলমাল আছেই—তাই ব'লে কাজ না করে কতো থাকবে? গুরু ইষ্টকে সামনে রেখে, গুরু নির্দেশে কাজ করলে ভয় নেই। গীতায় তো তিনি বলেছেন, নিষ্ক্রিয় থাকতে পারো না—তোমার প্রকৃতিই তোমায় কাজ করাবে। এই কাজ ভাগবতী বুদ্ধিতে করলে নৈষ্কর্ম হবে। তবে কর্মের ভেতর সীমা থাকা দরকার। "This far and no further."

৯৮। যে সব কামনা দেহ-মনের বিশেষ ক্ষতি কর সেগুলি ত্যাগ করবে।

৯৯। ভক্তদের রস চাই, মাধুর্য্য চাই। আনন্দ চাই। অবশ্য এ সবই দিব্য।

১০০। যার কোনো সুখবোধ নাই, তার কখনও দুঃখ হয় না। তাই সর্বাবস্থায় সুখের অন্বেষণ কোরো না। তাহলে তোমার দুঃখও আসবে না।

১০১। সাধু সঙ্গে শ্রদ্ধা কেন হয় জানো? তাঁরা তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, তাঁকে নিয়েই প'ড়ে আছেন। সাধুদের মন, প্রাণ, অন্তরাত্মা অবিরত তাঁরই চিন্তায় রত, কাজেই তাঁদের কাছে গেলেই—তাঁদের সঙ্গ করলেই সাধারণ লোকের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা জন্মে। সাধুরা হ'চ্ছেন বিশ্বাসের পূর্ণ প্রতীক। তাঁদের তিনি ছাড়া তো আর কিছুই নেই। যেমন, একটি বিরাট আগুনের কাছে গেলে আপনিই আগুন জ্বলে যায়।

১০২। আকুল হ'য়ে তাঁকে গান শোনাতে হয়। তিনি শোনেন। এই সুর ঊর্ধ্ব হ'তে ঊর্ধ্বলোকে তাঁর চরণে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে। প্রত্যেকটি ভাইব্রেশন বা কম্পন ঊর্ধ্বলোকে গিয়ে আবার নেমে আসে, যার ফলে রেডিও চ'লছে। সেই রকম আমরা যদি তাঁর চরণে আমাদের ভজন নিবেদন করি তাহ'লে সেটা তাঁর কাছে গিয়ে আবার আমাদের কাছে তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হ'য়ে ফিরে আসে। এতে আমাদের ভজনও ভালো হবে। তাঁর প্রীতি লাভও হবে। আবার তাঁর প্রীতিতে তাঁকে পাওয়া সুকর হবে।

১০৩। সাধনা হবে মহাসাধনা যদি সর্বাবস্থায় সেটি বজায় রাখতে পারো। কাজের ফাঁকে, অসুখে বিসুখে, চলতে ফিরতে তাঁর নাম জপ ধ্যান ইত্যাদি রাখতে পারো তবেই সাধনা মহাসাধনায় পরিণত হবে।

১০৪। সববিষয়ে সহজ হবার চেষ্টা করা, কি চলায় ফেরায়, কি খাওয়া দাওয়ায়, কি জপধ্যানে, কি কাজে, সব বিষয়ে সহজ হবার চেষ্টা করবে। সহজ না হ'লে, সহজ সরল ঠাকুরকে পাওয়া যায় না। শ্রীঠাকুরের বাণী, "সহজ না হ'লে সহজকে চেনা যায় না।"

১০৫। সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে মনের মধ্যে হীন কিছু না এসে পড়ে, চতুর্দিকের অসৎ জিনিষ যাতে মনের মধ্যে না ঢুকে পড়ে। মনের মধ্যে একবার অসৎভাব ঢুকলেই তখন কোনদিক দিয়ে যে নেমে যাচ্ছো বুঝতে দেবে না। তাই বিপদের মাঝে যাবার আগে দেহের চারিদিকে নামের গণ্ডী দিতে হয়। খিড়কী দরজা যেমন বন্ধ রাখতে হয় তেমনি মনের হীন দিকগুলি খুলতে নাই।

১০৬। জগৎটা আত্যন্তিকে শান্তি, কল্যাণেরই রাজ্য বটে। কিন্তু মানুষ তাকে অশান্তিতে ভরিয়ে তুলেছে, একটু যদি সব বুঝে সুঝে চলে, ঠাকুরের নাম করে, সৎভাবে কাটিয়ে দেয় তাহ'লেই বুঝতে পারবে জগৎটা কতখানি শান্তি ও আনন্দের জায়গা। প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখো, চারিদিকে কেমন একটা শান্তি, কল্যাণ বিরাজ করছে। তিনি কেমন ক'রে পরের পর সব দিয়ে আমাদের সুবিধা ক'রে দিচ্ছেন, তাঁর জগৎ সাজিয়ে রেখেছেন। তা না বুঝে আমরা নিজেদের মনের ময়লা, নিজেদের মনের হীনতা দিয়ে জগৎ দেখি, আর তা নিয়ে গোলমাল ক'রে বলি জগৎটা অশান্তির জগৎ। কিন্তু তা নয়। এই জগৎ সেই মঙ্গলময়ের জগৎ। কাজেই আত্যন্তিকে এটা একটা শান্তি কল্যাণের রাজ্য।

১০৭। পড়াশুনা, কাজ, সবই করতে হয়, কিন্তু সবের পেছনে নামটাকে গেঁথে নিতে হবে, অজপা জপ করবার চেষ্টা করতে হবে। মনের মধ্যে যাতে নামটি অনবরত চলে সেই দিকে নজর রাখবে।

যেই নাম বন্ধ হ'য়ে যাবে অমনি তা জোর ক'রে চালাবার চেষ্টা করবে। এইতো সময়—উঠে পড়ে লেগে যাও। বুড়ো বয়েসে বিশেষ কিছু হবে না।

১০৮। নিয়মিত জপ ধ্যান করতে হয়। ঠাকুরকে ডেকে যেতে হয়; সব হ'য়ে যাবে। বুক ভাঙ্গা আকুলতা নিয়ে তাঁকে ডাকো। আকুলতার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। ব্যাকুলতার সাধন কর—তবে তো এগোতে পারবে, তবে তো তাঁকে লাভ করতে পারবে। সুখ-দুঃখ কান্না-হাসি সবের পারে জ্যোতির্ময় লোকে চির-শিশুরূপে থাকতে পারবে।